সাধারণ ছুটি বাড়লো ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত

সাধারণ ছুটি বাড়লো ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি আগামী ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখের কারণে ওইদিনের ছুটিও সাধারণ ছুটির মধ্যে পড়বে।

রবিবার (৫ এপ্রিল) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে কর্মহীন ৫০০ অটো চালকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে গত ২৬ মার্চ থেকে দেশে লকডাউন শুরু হয়।

এবং সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ ঘোষনা করে। ফলে মেহেরপুর বুড়িপোতা ও কুতুব পুরের অটো চালকরা কর্ম হীন হয়ে পড়ে। এই সব কর্মহীন অটো চালকদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

আজ রবিবার সকাল ১০ ঘটিকায় গোভিপুর হাই স্কুল মাঠে ৫০০ অটো চালকের মাঝে ১৫ কেজি করে চাউল দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার পিআইও মোছাঃ নাহিদা ইসলাম, বুড়িপোতার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো শাহাজামান এসময় অটো চালকদের রাস্তায় বের না হয়ে ঘরে থেকে সরকারের নির্দেশনা মেনে চলার আহবান জানান হয়।

গাংনীতে যৌন নিপিড়নের শিকার এক শিশু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামে এক শিশু যৌন নির্যতানের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

রবিবার বেলা ১১টার দিকে ঐ গ্রামের মন্ডল পাড়ার মৃত নবিছুদ্দিনের ছেলে ইয়াছুদ্দিন শিশুটিকে ঘরে ডেকে যৌন নির্যাতন করে বলে জানা যায়।

জানা যায়, সকালের দিকে ইয়াছুদ্দিন ঐ শিশুটিকে সিগারেট নিয়ে আসতে বলে দোকানে পাঠায়। শিশুটি সিগারেট নিয়ে তার কাছে গেলে সে ঘরে ডেকে নিয়ে যৌন নিপিড়ন করে। পরে শিশুটি তার মায়ের কাছে কাঁদতে কাঁদতে এ ঘটনার কথা বলে।

শিশুটির পরিবার গাংনী থানায় এ বিষয়ে একটি অভিযোগ করে।

গাংনী থানার ভার প্রাপ্ত কর্মকর্তার ওবাইদুর রহমান ঘটনার সত্যতা শিকার করে বলেন অভিযোগ পেয়েছি। এঘটনায় জড়িত ইয়াছুদ্দিনকে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শিশু ও নারী নির্যাতন আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে ওমেদারের বাড়িতে জি আর’র চাল

বিশেষ বরাদ্দের (জি আর) চাল জেলা প্রশাসকের অফিসের ওমেদার মহিদুরের বাড়িতে পাওয়া গেছে। এলাকাবাসী ২৮ বস্তা চালের কথা বলে অভিযোগ করলেও তার বাড়িতে গিয়ে পাওয়া গেছে ৯বস্তা। তবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি ১৬ বস্তা চাল পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন।

তবে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন তাকে ৫০০ কেজি চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে মানব সহায়তা কর্মসূচী নির্দেশিকায় এককালীন এই পরিমান চাল বরাদ্দ দেওয়ার কথা উল্লেখ নাই।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে নৈশ প্রহরী শহিদ আলীর বাড়িতে এ চালগুলো পাওয়া যায়। ওমেদার মহিদুর রহমান
শহীদ আলীর ছেলে। চালের বস্তায় লেখা রয়েছে “শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ” খাদ্য অধিদপ্তর, নেট ওজন ৩০ কেজি।
শহীদ আলী জানান, আমি ডিসি স্যারের অফিসের নৈশ প্রহরীর চাকরি করি। আমার ছেলে তিন বছর ধরে ডিসি স্যারের গাড়ি ধোঁয়া মোছার
কাজ করে। সে কোন বেতন পায় না। সে কারণে ডিসি স্যার তাকে ৫০০ কেজি চাল খেতে দিয়েছেন। ছেলে মহিদুর রহমান জানান, ডিসি স্যার আমাকে কোন বেতন দেন না। তাই চাল গুলো খেতে দিয়েছে।

গ্রামবাসী নজরুল ইসলাম ও সাদ্দাম হোসেন জানান, এই দফায় ২৮ বস্তা চাল নিয়ে এসেছে তারা। এরকম মাঝে মধ্যেই চাল নিয়ে আসেন। দেশে করোনার বিপর্যয়ে অনেক গরিব মানুষ খেতে পাচ্ছেনা। অথচ ডিসি অফিসের কর্মচারীর বাড়িতে এতগুলো চাল।

এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গণি বলেন, নৈশ প্রহরী শহীদ আলীর ছেলে মহিদুর রহমান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওমেদার হিসেবে কাজ করেন। আগের জেলা প্রশাসক মহোদয়রা প্রতিবছর তাকে এক মেট্রিক টন করে জিআর (জেনারেল রিলিফ) চাল বরাদ্দ দিয়েছেন।

আমি দেড় বছরের মধ্যে এই প্রথম গত ১১ মার্চ তাকে হাফ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছি। এছাড়া যদি অন্য কোন চাল তার বাড়িতে থেকে থাকে তবে সে দায়ভার তাকেই নিতে হবে।

চালের বস্তার লেখা নিয়ে তিনি বলেন, খাদ্য অধিপ্তরের শ্লোগান ওটা। তাই যে কোন প্রকল্পের চালের বস্তায় এ লেখা থাকতে পারে। এদিকে, সরকারি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-২৩ এর ৭(গ) এ বলা রয়েছে খাদ্যশস্য সহায়তা(জি আর) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অসহায় ব্যক্তি/পরিবারকে তাৎক্ষনিকভাবে খাদ্য সহায়তা হসেবে পরিবার প্রতি এককালীন ১০-৩০ কেজি চাল/গম বরাদ্দ দেয়া
যেতে পারে।

দুর্যোগে নিহত/আহত ব্যক্তির অস্বচ্ছল পরিবার প্রতি বিশেষ বিবেচনায় সর্বোচ্চ ২০০ কেজি চাল/গম বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে)।

এছাড়া সরকারী/বেসরকারী এতি,খানা/ লিল্লাহ বোর্ডিং/ শিশুসদন/অনাথ আশ্রম/ মুসাফির খানা/ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আগতদের আহার্য বাবদ সহায়তা হিসেবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩ থেকে ৫ মেট্রিক টন চাল/গম বরাদ্দ দেওয়া যাবে(সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে)।নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক তার অধিনস্ত কর্মচারীকে
এককালীন ৫০০ কেজি চাল বরাদ্দ দিতে পারেন কিনা এনিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়?

মেহেরপুরে করোনার পরিস্থিতে মাঠে নেই বিএনপি

মেহেরপুর সহ সারা দেশ করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতে সময় পার করছে। এ পর্যন্ত ৭০ জন করোনা রোগী সনাক্ত করা হয়েছে। এদের ভিতর ৮ জন মৃত্যু বরণ করেছে এবং ৩০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে।

২৬ মার্চ থেকে মেহেরপুর সহ সারা দেশে অঘোষিত লক ডাউন চলছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকান পাঠ ব্যাতীত অন্য সকল ধরণের দোকান পাট বন্ধ। সেই সাথে গন পরিবহন ও বন্ধ কেও দেওয়া হয়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে সাধারণ নিম্ন আয়ের মানুষ। কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে।
দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকারি, বেসরকারি, রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রীসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

সরকারের পাশাপাশি অন্য সংগঠনগুলোও করোনা মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে ।
কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে দেশের অন্যতম বড় রানৈতিক দল বিএনপি’র মেহেরপুর জেলার নেতাদের তেমন একটা মাঠে দেখা যাচ্ছে না।

গত ২৪ তারিখ থেকে মেহেরপুরেও চলছে অঘোষিত লক ডাউন। লক ডাউনের ১২ তম দিন অতিবাহিত করছে মেহেরপুরবাসী। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের পাশাপাশি ছোট বড় বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তি জনসচেতনতা থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে।

সে হিসেবে বিএনপি’র কোন নেতা বা কর্মিকে দেখা যাচ্ছে না কোন ধরণের উদ্যোগ নিতে। দলকে টিকিয়ে রাখতে ও সুসংগঠিত করতে এমন পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাড়ানো দরকার বলে মনে করছেন তৃনমূল পর্যায়ের কিছু বিএনপি নেতা।

বিএনপি’র মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আলমগীর শনিবার এক প্রেস কনফারেন্সে দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সরকারের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির’র সদস্য ও পিচ এম্বাসেডর জাকির হোসেন বলেন, দেশের এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে যার যার অবস্থান থেকে যাহায্য করতে হবে। আমি মেহেরপুরে যেতে পারছি না তারপরও ব্যক্তিগত ভাবে মেহেরপরের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কিছু সাহায্য করবো।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, আমরা জন সচেতনতা সৃষ্টির জন্য লিফলেট বিতরণ করেছি। সেই সাথে বিএনপি’ প্রায় ৪২শ নেতা কর্মিকে আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করেছি। তবে মাঠ পর্যায়ে বিএনপি’র এমন তথ্যেও

মেহেরপুর পৌর মেয়র ও কলেজ ছাত্রলীগের পাল্টাপাল্টি বিবৃতি

মেহেরপুর শহরের কাচা বাজারে কলেজ ছাত্রলীগের উদ্যোগে হাত ধোয়ার জন্য পানির ট্যাংক বসানো কে কেন্দ্র করে কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর মধ্যে

বাকবিতন্ডা হয়।

গত শুক্রবার বিকালে শহরের বড় বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শুক্রবার রাতেই কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ ও সম্পাদক কুতুব উদ্দীন সাক্ষরিত একটি প্রেস রিলিজ দেয়। তার প্রতিবাদে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন পাল্টা বিবৃতি দেয়।

কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি ও সম্পাদক প্রেস রিলিজে তারা বলেন, বিশ্বব্যাপি আতংকের নাম হচ্ছে করোনা ভাইরাস, আর এই করোনা ভাইরাসের প্রথম করণীয় হাতকে পরিস্কার এবং জীবানু মুক্ত করার হীন মানসিকতা দেখিয়েছেন এবং ট্যাংক অপসারণ করার যে অপচেষ্টা করেছেন , তার তীব্র প্রতিবাদ করছি।
মেয়র বলেছেন, আমরা নাকি পরিবেশ নষ্ট করছি, এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন ভাইরাসকে মোকাবেলায় রাস্তায় আগত জনগণের জন্য কলেজ ছাত্রলীগের এই উদ্যোগটা কি খারাপ?

এত বড় বাজারে জনগণের হাতকে সুরক্ষা রাখতে আপনি কি ব্যাবস্থা রেখেছেন, এই প্রশ্ন করলে মেয়র বলেন, আমাকে কেউ বলেনি তখন উপস্থিত সকলে বলেন মেয়রকে তাহলে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আপনার করনীয় কি? সদুত্তর দিতে না পেরে মেয়রের এই ধরনের আচরণে আমরা কলেজ ছাত্রলীগ তিব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রমান রিটন পাল্টা বিবৃতে বলেন, সম্মানিত পৌরবাসী আসসালামালাইকুম।
আমি মনে করেছিলাম কিছু লিখব না কিন্তু কিছু তেলবাজদের পোস্ট দেখে লিখতে বাধ্য হলাম। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ভাইয়ের ছেলে, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ হাসান আসিফ শহরে দুই একটি স্পটে এই ধরনের হাত ধোয়ার জন্য ট্যাংক বসাইছে। মেহেরপুর বড়বাজার কাঁচাবাজারে একটি দোকানের সামনে ব্যস্ততম রাস্তার ওপরে পৌরসভার পারমিশন ছাড়াই এই টাংকিটি বসিয়েছে।

আপনারা জানেন কিছুদিন আগে রাস্তাটি নতুন করা হয়েছে। আমাকে অনেক বাজারের ব্যবসায়ীরা এটা সরানোর জন্য বলেছে আমি স্পটে যেয়ে দেখি রাস্তার উপরে টাংক টা বসানো হয়েছে। যেখানে কোন বেসিনের ব্যবস্থা নাই। পানি সরাসরি রাস্তার উপরে পড়ছে এর কারনে এলাকাই করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত হওয়া ও ডেঙ্গু আশঙ্কা আছে এবং দৈনন্দিন মানুষের চলাচলে বাধাও সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য এই ট্যাংক টি বন্ধ করার জন্য বলা হয়েছে, তাতে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ভাইয়ের ছেলে

আমার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করেছে। তার ব্যবহার দেখে আমি খুবই মর্মাহত।

একজন ছাত্রলীগ কর্মীর কাছে এরকম ব্যবহার আমি আশা করিনি। আমি জনগণের ভোটে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া নৌকা প্রতীকে নির্বাচিত মেয়র। জনগণের সুরক্ষার দায়িত্ব আমার। জনগণ যেটাতে ভালো থাকবে সেটাই আমি করবো। আর এতে যদি কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগে তাহলে আমার কিছু করার নাই।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ক্ষমতাবলে কারো অসৌজন্যমূলক এমন আচরণ এটা মোটেও কাম্য নয়। আমরা এক্ষেত্রে মন্ত্রী মহোদয়ের সুদৃষ্টি ও হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

ঢেপায় অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে অর্থ ও পোশাক সহায়তা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামে অগ্নিকান্ডে দিনমজুর নুর ইসলামের বাড়ি ভষ্মিভুত হওয়ার পরপরই জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন থেকে নগদ ১৫ হাজার টাকা ও পোষাক ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ঘটনাস্থলে গিয়ে দিন মজুর নুর ইসলামের হাতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৫ হাজার, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা, খাদ্য ও পোষাক সামগ্রী প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি করোনা পরিস্থিতি কেটে গেলে ঘর নির্মানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে এ আগুনের সূত্রপাত ঘটে। আগুনে তার বসতবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে ঘরে ভুট্টা বিক্রির ৫০হাজার নগদ টাকা, ১০ মন ধান, ৫ মন গম পুড়ে গেছে। খবর পয়ে তাৎক্ষনিক উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এ সহায়তা প্রদান করেন।

মেপ্র/ইএম

মুজিবনগরে অবৈধ ভাবে মাটি কাটায় দুজনের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুরে ভৈরব নদীর পাড়ে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে দুইজনের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার দুপুরে ভৈরব নদীর পাড়ে এ আদালত বসানো হয়। বিশ্বনাথপুর গ্রামের ফয়জদ্দিন মন্ডলের ছেলে বাবলু ও একই গ্রামের আনারুলের ছেলে ঈমনের কাছ থেকে এ জরিমানা আদায় করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

তিনি জানান,বিশ্বনাথপুর গ্রামের কিছু লোক অবৈধভাবে ভৈরব নদীর পাশে থেকে মাটি উত্তলোন করে জায়গাটি গর্ত করে ফেলছে।
যে কারনে যে কোন সময় পাড় ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর সরকারী মাটি এভাবে অবৈধ ভাবে মাটি উত্তোলন করা অনেক বড় অপরাধ। আজ সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এমন খবর জানতে পারার পর সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে তাদের একসাথে হাতে নাতে ধরতে পেরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্হাপনা আইন ২০১০ ধারা ৪ ও ১৫ ধারা অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

গাংনীর ঢেপায় দিনমজুরের ঘরে আগুন, পুড়ে ছাই সকল আসবাবসহ খাদ্য সামগ্রী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামে অগ্নিকান্ডে দিনমজুর নুর ইসলামের বাড়ি ভষ্মিভুত হয়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে এ আগুনের সূত্রপাত ঘটে। আগুনে তার বসতবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে ঘরে ভুট্টা বিক্রির ৫০হাজার নগদ টাকা, ১০ মন ধান, ৫ মন গম পুড়ে গেছে। সব কিছু পুড়ে নুর ইসলাম এখন নি:স্ব।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঢেপা গ্রামের বাসিন্দা সাংবাদিক রেজ আন উল বাশার তাপস জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। স্থানীয়রা ও ফায়ার সার্ভিসের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও তার বসতবাড়িসহ সকল মালামাল পুড়ে গেছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তিনি পরির্দশনে আসবেন।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুর পৌর মেয়রের পাল্টা বিবৃতি

মেহেরপুর বড় বাজার সংলগ্ন এলাকায় পানির ট্যাংক বসানোকে কেন্দ্র করে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ এর সাথে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর বাকবিতন্ডা হয়।

এই পরিপেক্ষিতে গত শুক্রবার রাতে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ এবং সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন সাক্ষরিত একটি প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়।

তার প্রতিবাদে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন তার নিজস্ব ফেসবুকে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে।

ফেসবুক পোষ্টটি হুবহু তুলে দেওয়া হলোঃ

সম্মানিত পৌরবাসী আসসালামালাইকুম।
আমি মনে করেছিলাম কিছু লিখব না কিন্তু কিছু তেলবাজদের পোস্ট দেখে লিখতে বাধ্য হলাম। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ভাইয়ের ছেলে, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ হাসান আসিফ শহরে দুই একটি স্পটে এই ধরনের হাত ধোয়ার জন্য ট্যাংক বসাইছে। মেহেরপুর বড়বাজার কাঁচাবাজারে একটি দোকানের সামনে ব্যস্ততম রাস্তার ওপরে পৌরসভার পারমিশন ছাড়াই এই টাংকিটি বসিয়েছে। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে রাস্তাটি নতুন করা হয়েছে। আমাকে অনেক বাজারের ব্যবসায়ীরা এটা সরানোর জন্য বলেছে আমি স্পটে যেয়ে দেখি রাস্তার উপরে টাংক টা বসানো হয়েছে। যেখানে কোন বেসিনের ব্যবস্থা নাই। পানি সরাসরি রাস্তার উপরে পড়ছে এর কারনে এলাকাই করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত হওয়া ও ডেঙ্গু আশঙ্কা আছে এবং দৈনন্দিন মানুষের চলাচলে বাধাও সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য এই ট্যাংক টি বন্ধ করার জন্য বলা হয়েছে, তাতে মন্ত্রীমহোদয়ের ভাইয়ের ছেলে আমার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করেছে। তার ব্যবহার দেখে আমি খুবই মর্মাহত। একজন ছাত্রলীগ কর্মীর কাছে এরকম ব্যবহার আমি আশা করিনি। আমি জনগণের ভোটে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া নৌকা প্রতীকে নির্বাচিত মেয়র। জনগণের সুরক্ষার দায়িত্ব আমার। জনগণ যেটাতে ভালো থাকবে সেটাই আমি করবো। আর এতে যদি কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগে তাহলে আমার কিছু করার নাই।
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ক্ষমতাবলে কারো অসৌজন্যমূলক এমন আচরণ এটা মোটেও কাম্য নয়। আমরা এক্ষেত্রে মন্ত্রী মহোদয়ের সুদৃষ্টি ও হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মেপ্র/এমএফআর